Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 2, February - 2023 Publication Date: 28/02/2023

DOIs:10.2018/SS/202302003 --:-- Research Paper / Article

বৈদিক-সংহিতা ও শ্রীমদ্ভগবদগীতার তুলনাত্মক আলোচনা

কৌশিক পাত্র
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, শালতোড়া নেতাজী সেন্টিনারী কলেজ, শালতোড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ,
ই-মেইল - patrakousikjrf@gmail.com

সারাংশ - বেদের মূলত দুটি অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগকে 'সংহিতা'-ও বলা হয়। সংহিতাগুলো যথাক্রমে ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা এবং অথর্ববেদ সংহিতা। বেদের মন্ত্রগুলি তিন প্রকারের পদ্যবদ্ধ, গীতিবদ্ধ ও গদ্যবদ্ধ। পদ্যবদ্ধ মন্ত্রের নাম 'ঋক্', গীতিবদ্ধ মন্ত্রকে বলে 'সাম' এবং গদ্যবদ্ধ মন্ত্রগুলিকে 'যজুঃ' নামে পরিচিত। এছাড়া পদ্যময় অথবা গদ্যময় অথবা গদ্যপদ্যমিশ্রিত এমন কিছু মন্ত্র আছে যেগুলির প্রচার ও প্রয়োগ অথর্ব নামে এক শ্রেণীর পুরোহিতদের মধ্যে সীমিত ছিল যা 'অথর্ব' নামে পরিচিত। সংহিতা বা মন্ত্র ভাগই বেদের প্রধান অংশ। ব্রাহ্মণ অংশের দুটি ভাগ—আরণ্যক ও উপনিষদ্। ব্রহ্মণের অন্তিম অংশ আরণ্যক এবং আরণ্যেকের অন্তিম অংশ হচ্ছে উপনিষদ্। উপনিষদ্ বেদের অন্তিম ভাগ হওয়ায় বেদান্ত নামে পরিচিত।
শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস দ্বারা গ্রথিত মহাভারত মহাকাব্যের ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২-এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' হল সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ। হস্তিনাপুরের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে দুদিকে দুপক্ষের সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীতে আত্মীয়-পরিজনদের দেখে, তাঁদের নিহত করার ভয়ে ভীত বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে প্রতিবুদ্ধ বা জাগ্রত করার জন্য অর্জুনসারথি স্বয়ং ভগবান্ যে অদ্বৈত অমৃত বর্ষণ করেছিলেন তা সপ্তশতী অষ্টাদশাধ্যায়ী 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'। শ্রীকৃষ্ণরূপী দোহনকর্তা, সমস্ত উপনিষদ্রূপী গাভী দোহন করে গীতারূপ দুগ্ধামৃত, অর্জুনরূপী গো-বৎসকে নিমিত্ত করে সমগ্র মানবজাতিকে দান করেছেন। গীতা শ্রীভগবানের গান। গীত বা গান ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, সংস্কৃতে যা সঙ্গীতকে বোঝায়। কিন্তু 'গীতা' শব্দটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে বিশেষণবাচক বলে। এখানে বিশেষ্যবাচক শব্দটি হল 'উপনিষদ্' এবং সেটি হল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এবং তার বিশেষণ হওয়ায় 'গীতা' শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। সম্পূর্ণ কথাটি হল- শ্রীমদ্ভগবদগীতা উপনিষদ্ অর্থাৎ শ্রীভগবানের গাওয়া উপনিষদ্ বা পরমরহস্য।

সাংকেতিক শব্দ : বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

1. ভূমিকা :

'বেদ' শব্দটি 'বিদ্যতে অনেন ইতি'-এই অর্থে জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর সঙ্গে করণবাচ্যে অচ্/ঘঞ্ প্রত্যয় যোগ করে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বেদ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ জ্ঞান। মোহমুক্ত ও স্বচ্ছহৃদয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের অন্তরে বিদ্যুতের স্ফুরণের মত চকিতে স্ফুরিত হয়েছিল যে অতিন্দ্রীয় পরম জ্ঞান, সেই পরম জ্ঞান যে শাস্ত্র থেকে লাভ করা যায়, তাই বেদ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করা হয়। বেদের মূলত দুটি অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আচার্য আপস্তম্ব তাই বলেছেন-**"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"**। মন্ত্র ভাগকে 'সংহিতা'-ও বলা হয়। সংহিতাগুলো যথাক্রমে ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা এবং অথর্ববেদ সংহিতা। বেদের মন্ত্রগুলি তিন প্রকারের পদ্যবদ্ধ, গীতিবদ্ধ ও গদ্যবদ্ধ। প্রাচীন আচার্যদের মতে পদ্যবদ্ধ মন্ত্রের নাম 'ঋক্'[১], গীতিবদ্ধ মন্ত্রকে বলে 'সাম'[২] এবং গদ্যবদ্ধ মন্ত্রগুলিকে 'যজুঃ' নামে পরিচিত।[৩] এছাড়া পদ্যময় অথবা গদ্যময় অথবা গদ্যপদ্যমিশ্রিত এমন কিছু মন্ত্র আছে যেগুলির প্রচার ও প্রয়োগ অথর্ব নামে এক শ্রেণীর পুরোহিতদের মধ্যে সীমিত ছিল যা 'অথর্ব' নামে পরিচিত। সংহিতা বা মন্ত্র ভাগই বেদের প্রধান অংশ। ব্রাহ্মণ অংশের দুটি ভাগ—আরণ্যক ও উপনিষদ্। ব্রহ্মণের অন্তিম অংশ আরণ্যক এবং আরণ্যেকের অন্তিম অংশ হচ্ছে উপনিষদ্। উপনিষদ্ বেদের অন্তিম ভাগ হওয়ায় বেদান্ত নামে পরিচিত। পুরাণের মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস দ্বারা গ্রথিত মহাভারত মহাকাব্যের ঠিক মধ্যস্থলে (ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২-এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে) হস্তিনাপুরের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে (বর্তমানে নতুন দিল্লীর কাছে) দুদিকে দুপক্ষের (একদিকে কৌরবপক্ষীয়, অন্যদিকে পাণ্ডবপক্ষীয়) সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীতে আত্মীয়-পরিজনদের দেখে, তাঁদের নিহত করার ভয়ে ভীত বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে প্রতিবুদ্ধ বা জাগ্রত করার জন্য অর্জুনসারথি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বৈত অমৃত বর্ষণ করেছিলেন তা সপ্তশতী অষ্টাদশাধ্যায়ী 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'। সমস্ত উপনিষদের সার হল শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপী দোহনকর্তা, সমস্ত উপনিষদ্রূপী গাভী দোহন করে গীতারূপ দুগ্ধামৃত, অর্জুনরূপী গো-বৎসকে নিমিত্ত করে সমগ্র মানবজাতিকে দান করেছেন।[৪] এটি শ্রীভগবানের গান। গীত বা গান ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, সংস্কৃতে যা সঙ্গীতকে বোঝায়।

কিন্তু 'গীতা' শব্দটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে বিশেষণবাচক বলে। এখানে বিশেষ্যবাচক শব্দটি হল 'উপনিষদ্' এবং সেটি হল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এবং তার বিশেষণ হওয়ায় 'গীতা' শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। সম্পূর্ণ কথাটি হল- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্ অর্থাৎ শ্রীভগবানের গাওয়া উপনিষদ্ বা পরমরহস্য। তাই গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে- **"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু.....।"**

2. বৈদিক-সংহিতা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তুলনাত্মক আলোচনা :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে সমস্ত হৃদয়গ্রাহী উপদেশ পাওয়া যায়, বৈদিক-সংহিতায়ও প্রায় সেই সমস্তই সিদ্ধান্ত আকারে পাওয়া যায়। যেমন –

১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি প্রধান সংবাদ শ্রীভগবনের অবতারবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৬-৮ নং শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবতারের কথা ব্যক্ত করেছেন -

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"[৫]

-অর্থাৎ আমি জন্ম-মরণ রহিত আত্মা এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিজ মায়াবলে দেহধারণ করে অবতীর্ণ হই। যখনই ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় অথবা অধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তখনই সাধুদের (সৎ ব্যক্তিদের) রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হই।

ঋগ্বেদ সংহিতায়ও এর আভাস পাওয়া যায়। ভগবান্ যখন যেই রূপ ইচ্ছা করেন, তখন সেই রূপ ধারণ করে থাকেন। কখনও কখনও কোন বিশেষ কার্য সাধনের জন্য তিনি মনুষ্য অথবা অপর কোন জাগতিক প্রাণিরূপে সাধারণভাবে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। একে অবতারবাদ বলে। পুরাণে এই অবতারবাদ বিস্তর আলোচিত হয়েছে। ভাগবত শাস্ত্র, অবতার অসংখ্য হতে পারেন বলেছেন।

অবতারবাদের বীজ বেদেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১/৫১-৫৭ সূক্ত সমূহের দ্রষ্টা অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সব্য ঋষি। মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্রসম পুত্র লাভ করতে অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রের উপাসনা করেন, ইন্দ্র স্বয়ংই তাঁর পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রেরই নাম সব্য। সর্বানুক্রমণী গ্রন্থের প্রথম মণ্ডলে আছে - **"অঙ্গিরা ইন্দ্রতুল্যপুত্রমিচ্ছন্নভ্যধ্যায়ৎ সব্য ইতীন্দ্র এবাস্য পুত্রোঽজায়ত।"**[৬]

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমণের উল্লেখ ঋক্-সংহিতায় বহুবার আছে। **"ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।"**[৭] - তিন পায়ে বিশ্ব আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। এই বাক্যে বামনাবতারের কথা বলা হয়েছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭/১/৫/১) মতে বরাহ অবতারের মূলে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিই।

(২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**[৮] -এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত ভগবানই। সহজ কথায় সবই ভগবান্। ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ৯৮ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রে বসিষ্ঠ ঋষি বলেছেন -

"তবেদং বিশ্বমভিতঃ পশব্যং যৎ পশ্যসি চক্ষসা সূর্যস্য।
গবামসি গোপতিরেক ইন্দ্র ভক্ষীমহি তে প্রযতস্য বস্বঃ।।"[৯]

-অর্থাৎ প্রাচীনগণের হিতকারক এ সমগ্র বিশ্ব, যে বিশ্বকে তুমি সূর্যতেজের দ্বারা প্রকাশ কর, সেই বিশ্বজগৎ তমারই। গো সমূহের মধ্যে তুমিই গোপতি। তোমার বস্তুসমূহই আমারা উপভোগ করছি।

আচার্য শৌনক বলেছেন- হে পুরুষবর! বিশ্বের যা কিছু সমস্তই তোমার পৌরুষ- **"সর্বমেব তু পৌরুষম্"**।

(৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে ভক্তের অর্পিত দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন -

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।"[১০]

-অর্থাৎ যে শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তাঁর সেই ভক্তিপূত উপহার প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করি।

ঋক্-সংহিতায় ১/১৪৮/২ -নং মন্ত্রে দীর্ঘতমা ঋষি অগ্নি দেবতাকে বলেছেন -

"দদানমিন্ন দদভন্ত মন্মাগ্নির্বরূথং মম তস্য চাকন্।
জুষন্ত বিশ্বান্যস্য কর্মোপস্তুতিং ভরমাণস্য কারোঃ।।"[১১]

-অর্থাৎ ভক্তের মননীয় দান (ভক্তের দ্বারা আন্তরিকভাবে প্রদত্ত বস্তু) মননীয় মনে করে দেবতা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করেন না, বরং অতিশয় কামনা করেন, সমস্তই সেবন করেন।

(৪) শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না -

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।"[১২]

-অর্থাৎ যিনি কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম করেন, জল যেমন পদ্মপত্রকে সিক্ত করতে পারে না, পাপ-পুণ্য সেইরূপ তাঁকে স্পর্শ করে না।

ঋক্-সংহিতায় ১/১৩৬/৫ -নং মন্ত্রে পরুচ্ছেপ ঋষি মিত্রাবরুণকে বলেছেন-

"যো মিত্রায় বরুণায়াবিধজ্জনোঽনর্বাণং
তং পরি পাতো অংহসো দাশ্বাংসং মর্তমংহসঃ।
তমর্যমাভি রক্ষত্যৃজূয়ন্তমনু ব্রতম্।
উক্থৈর্য এনোঃ পরিভূষতি ব্রতং স্তোমৈরাভূষতি ব্রতম্।।"[১৩]

-অর্থাৎ যে জন মিত্র-বরুণকে কর্ম সমর্পণ করে, সেই অনর্বা অর্থাৎ অনন্যাশ্রিত ভক্তকে তিনি সর্ব পাপ হতে রক্ষা করেন।

৫) শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণী- ঈশ্বরে শরণাগত হলে মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পরম শান্তি ও নিত্য ধাম লাভ করেন -

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।"[১৪]

ঋক্-সংহিতায় ৫/৪২/১১ -নং মন্ত্রে অত্রি ঋষি বলেছেন -

"যক্ষবা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্।"[১৫]

- অর্থাৎ মহান্ সৌমনসের জন্য রুদ্রকে যজন কর।

ঋক্-সংহিতায় ১/৭৬/২ -নং মন্ত্রে গৌতম ঋষি বলেছেন -

"যজা মহে সৌমনসায় দেবান্"[১৬]

- অর্থাৎ মহান্ সৌমনসের জন্য দেবগণকে যজন কর।

সুমনস্ শব্দের তাৎপর্য অভিধান মতে - মহামনা, উদারচিত্ত, প্রীত। সুমনস্ শব্দ থেকে সৌমনস শব্দের উৎপত্তি। মহান্ সৌমনস শব্দের অর্থ চিত্তের পরাশান্তি। ঋষির ভাষা থেকে বোঝা যায়, তিনি চিত্তের পরাশান্তি লাভের উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের আরাধনা বা যজন করতে বলেছেন। যজন না করলে শান্তি হবে না।

(৬) শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়ের মত চালাচ্ছেন। মুখ্য কর্তৃত্ব তাঁরই। একমাত্র তিনিই প্রকৃত স্বতন্ত্র কর্তা -

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।"[১৭]

ঋক্-সংহিতায় ২/২৮/৬ -নং মন্ত্রে কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি বরুণদেবতাকে বলছেন-

"নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে।"[১৮]

-অর্থাৎ তোমার শক্তি ব্যতীত কেউ চোখের পলক ফেলতে সমর্থ হয় না।

(৭) শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

"তমেব শরণং গচ্ছ।"[১৯]
"মামেকং শরণং ব্রজ।"[২০]

ঋক্-সংহিতায়ও শরণাগতির কথা পাওয়া যায়। ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন-

"উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ত্স্বর্বজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্হেয়াম শরণা বৃহন্তা।।"[২১]

-অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তুমি জ্ঞানবান, তুমি আমাদের বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাও। হে ইন্দ্র! আমার স্থবির, তোমার দর্শনীয়, মহান্ এবং শরণ্য বাহুদ্বয়ে উপস্থিত থাকব।

ইন্দ্রের শরণ্য বাহুদ্বয়ে উপস্থিত থাকা অবশ্যই ইন্দ্রের শরণাগত হওয়া।

(৮) শ্রীমদ্ভগবদগীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের নাম 'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ"। শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভগবান্ কর্তৃক মুক্তকণ্ঠে উদঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে-

"শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"[২২]

- অর্থাৎ জীব স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাময়। যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেই প্রকারেরই হয়।

ঋগ্বেদেও শ্রদ্ধা অসীম গুরুত্বের সঙ্গে স্থান লাভ করেছে। তাই ঋগ্বেদে 'শ্রদ্ধা' নামে একটি সম্পূর্ণ সূক্ত (ঋ. ১০/১৫১) আম্নাত হয়েছে।

(৯) শ্রীমদ্ভগবদগীতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত গীত উপদেশ বাণী-

"যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।"[২৩]

বেদও কোন কবি-সাহিত্যিক, মুনি-ঋষি বা দেব-গন্ধর্ব রচিত শাস্ত্র নয়, বেদ অপৌরুষেয়। নিত্য সনাতন চির-শাশ্বত সত্য জ্ঞানই বেদ। বেদ পরমপুরুষের অযত্নপ্রসূত স্বতঃনির্গত নিঃশ্বসিত বাক্য।

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস।"[২৪]

অনেক প্রাজ্ঞজনই বলেন, 'নিঃশ্বসিত' শব্দের অর্থ ঈশ্বর কর্তৃক চেষ্টা ব্যতীত স্বতঃ উদঘোষিত উক্তি।
বেদ যাকে পরা বাক বলেছেন-তা মূলতঃ ঈশ্বর বাক্যই। ফলে গীতাও বেদ ভিন্ন কিছু নয় – একই পরম পুরুষ হতে ব্যক্ত হয়েছে।
১০) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নাম 'গীতা' হওয়ার কারণ শ্রীভগবানের মুখ থেকে প্রথম গীত বা উচ্চারিত হয়েছিল বলে। আবার সামবেদকেও বলা হয় 'গান' অর্থাৎ গীতা। সামবেদ সুর সংযোগে পঠিত হয়ে থাকে বলেই সামবেদকেও গীতা বলতে আপত্তি নাই-এই দৃষ্টিতে বেদ ও গীতা সমপর্যায়ভুক্ত।
১১) সর্বোপরি বলতে হয় গীতা শ্রবণে অর্জনের অজ্ঞান-মোহ অন্ধকার দূর হয়েছিল। অর্জুন বলেছিলেন -

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।"[২৫]

- অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হয়েছে। আমার পূর্বাপর কতর্ব্য বিষয়ে স্মৃতি ফিরে পেয়েছি, কর্তব্য কর্মে মন স্থির করেছি। এখন আমার মনে আর কোন সংশয় নাই। আমি তোমার কথামত কার্য করব।
বেদিক-সংহিতাপাঠেও মানুষ অজ্ঞান মহান্ধকার হতে মুক্ত হয়ে থাকে -

"নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানো নর্যা পুরূণি।
অগ্নি.....।।"[২৬]

- অর্থাৎ মানুষের অন্তরে অগ্নি শাশ্বত জ্ঞান-দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি সৃজন করেন।

3. উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, বৈদিক-সংহিতা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপরোক্ত তুলনাত্মক আলোচনায় উভয়ের মধ্যে বহু একবাক্যতা পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ই এক পরম সত্যের দিশারী, মানব-কল্যাণদ চিরশাশ্বত শাস্ত্ররত্ন। এই উভয়শাস্ত্রই যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করে রেখেছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় এই প্রস্থনত্রয়ের মধ্যে মহাভারত স্মৃতিপ্রস্থান। গীতা মহাভারতান্তর্গত বলে গীতাও স্মৃতিপ্রস্থান শাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র গীতা সর্বাংশেই শ্রুতি তথা বেদের অনুগামী।

তথ্যসূত্র :

১. "তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।" (জৈমিনি, পূর্মীমাংসা)
২. "গীতিষু সামাখ্যা।" (জৈমিনি, পূর্বমীমাংসা)
৩. "শেষে যজুঃ শব্দঃ।" (জৈমিনি, পূর্বমীমাংসা)
৪. "সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।" (শ্রী শঙ্করাচার্য প্রণীত গীতা-মাহাত্ম্য-৬)
৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- ৪/৬-৮।
৬. সর্বানুক্রমণী, প্রথমমণ্ডলম্।
৭. ঋক্-সংহিতা-১/২২/১৭।
৮. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৭/১৯।
৯. ঋক্-সংহিতা-৭/৯৮/৬।
১০. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৯/২৬।
১১. ঋক্-সংহিতা-১/১৪৮/২।
১২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ৫/১০।
১৩. ঋক্-সংহিতা-১/১৩৬/৫।
১৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১৮/৬২।
১৫. ঋক্-সংহিতা-৫/৪২/১১।
১৬. ঋক্-সংহিতা-১/৭৬/২।
১৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১৮/৬১।
১৮. ঋক্-সংহিতা-২/২৮/৬।
১৯. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১৮/৬২।
২০. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১৮/৬৬।

২১. ঋক্-সংহিতা- ৬/৪৭/৮।
২২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৭/৩।
২৩. শ্রী শঙ্করাচার্য প্রণীত গীতা-মাহাত্ম্য-৪।
২৪. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-৪/৫/১১।
২৫. শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮/৭৩।
২৬. ঋক্-সংহিতা- ১/৭২/১।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. অথর্ববেদ সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০।
২. ঋগ্বেদ সংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১১৯২ বঙ্গাব্দ।
৩. ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম, ২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০ (পুনর্মুদ্রণ)।
৪. তৈত্তিরীয় সংহিতা, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, ১৯০১।
৫. মহর্ষিকাত্যায়নবিরচিতা ঋগ্বেদ-সর্বানুক্রমণী, উমেশচন্দ্রশর্মা সম্পাদিত, বিবেকপ্রকাশন, অলীগঢ়, ১৯৭৭।
৬. যজুর্বেদ সংহিতা, শ্রী বিজনবিহারী গোস্বামী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫।
৭. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (৩য় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৭।
৮. বেদ-বেদান্ত, উত্তর খণ্ড, বেদ-বিচিন্তন, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৫ (চতুর্দশ সংস্করণ)।
৯. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯।
১০. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, সম্পাদক স্বামী অপূর্বানন্দ, রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রম, ২৪ পরগনা, ৩য় সংস্করণ, মুদ্রিত।